গণতন্ত্র

September, 2020 Vol –I Issue –I, 2020

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

ভারতীয় গণতন্ত্রঃ অতীত ও বর্তমান

❶ প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র চিন্তা ❷ ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট ❸ ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব

❹ ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ❺ ভারতীয় নারী ও গণতন্ত্র

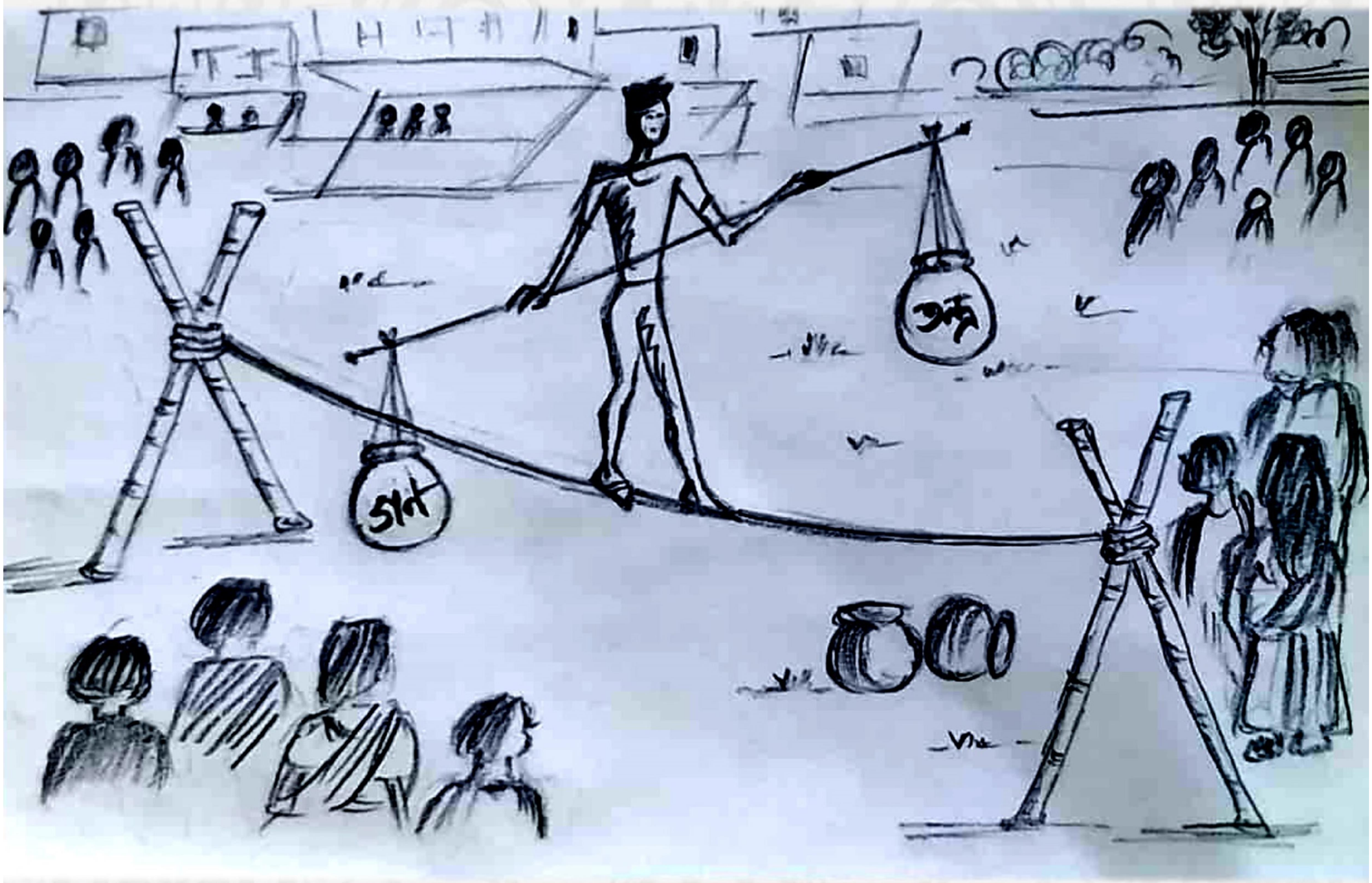

নিয়মিত বিভাগ

❶ শ্রদ্ধা / স্মরণ ❷ সাম্প্রতিক ইস্যু ❸ ক্যুইজ বিভাগ

❹ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অন্দরমহল ❺ পুস্তক পর্যালোচনা

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য
ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ
সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক
শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক
মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ
প্রকাশকাল : ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ ,

প্রথম ভলিউম প্রথম ইস্যু।
(ই -পত্রিকা /ই-এডিসন) ।

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত ।

প্রচ্ছদ : শর্মিলী শীল।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ-

স্মরণ / শ্রদ্ধাঃ- ১। শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়
২। ভি.আই. লেনিন

সাম্প্রতিক ইস্যুঃ- ১। বিষয় যার যার প্রযুক্তি সবার (কোভিড ও অনলাইন শিক্ষা)
২। জাতীয় শিক্ষানীতি
৩। ভারত চীন সম্পর্ক
৪। ৫৯তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

প্রচ্ছদ প্রবন্ধঃ- ১। প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র চিন্তা
২। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট
৩। ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব
৪। ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা
৫। ভারতীয় নারী ও গণতন্ত্র

ক্যুইজ বিভাগঃ-

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অন্দরমহলঃ-

পুস্তক পর্যালোচনাঃ- ১। গণতান্ত্রিক চেতনা ও মৌলিক আইন
২। Human Rights, Gender and The Environment.

ক্যুইজের উত্তরঃ-

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সম্পাদকের কলমে -

কেন ?

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর ইতিহাস থাকে অর্থাৎ প্রতিটি কাজের একটা শুরু থাকে, আর থাকে কিছু যৌক্তিক উদ্দেশ্য, (কিছু প্রাথমিক, কিছু সুদুরপ্রসারী) যা ওই কাজের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এই ই-পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাতেও লুকিয়ে আছে এর কিছু যৌক্তিক উদ্দেশ্য, যা প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখতে বসে মনে হয়েছিল- যদি এই সম্পাদকীয়'র নাম- 'কেন ?'দেওয়া যায় তাহলে এই ই-ম্যাগাজিনের ডি এন এ কে সঠিকভাবে ধরা সহজ হবে। যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায় তাহলে পাঠক মহলে আমাদের এই উদ্যোগের যাবতীয় ধারণা ,সংশয় ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে । আসুন এই- 'কেন?' -গুলি ধাপে ধাপে উত্তর দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করি।

১. কেন - ই পত্রিকা?

যে সময়ের মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্বের শিক্ষা মহল অতিক্রান্ত হচ্ছে তা বর্ণনাতীত। এক কথায় অভূতপূর্ব। মুখোমুখি পাঠদান, পঠন পাঠন, তথ্য, তর্ক -বিতর্ক চর্চা, সব বন্ধ । দেখা নেই বহুদিন। কিন্তু তা বলে তো আর চিন্তার প্রবাহ ও ভাবনার প্রকাশ কে আটকে রাখা যায় না -তাতো বিরামহীন। একাডেমিক স্তরে এই ভাবনা চিন্তার সংগঠিত বহিঃপ্রকাশই হল আমাদের এই ই-পত্রিকা । যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যৌথ গঠন মূলক, সৃষ্টিশীল সমাজ -রাজনীতি-অর্থনীতি সম্পর্কে নিজেদের অভিমত। যার লিখিত আদল দিতেই এই উদ্যোগ । এছাড়া ব্যয় সংক্ষেপ এর বিষয়টি ও পেপারলেস (paperless) এর বিষয়টি এর পেছনে কাজ করেছে বৈকি । সর্বপরি দীর্ঘ অবসরের ফাঁকে ই-পত্রিকার জন্য লেখালেখি একপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত দায়িত্বের প্রতিচ্ছবিও বটে।

২. কেন- গণতন্ত্র নামে?

ঠিক এই নামকরণ করলে একটা সর্বজনীনতা পাওয়া যাবে ও একটা সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে- যেটা আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই ছিল। যেহেতু বিভাগটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তাই তার পরিচালিত পত্রিকার নাম এ বিভাগীয় দর্শনের প্রতিফলন হওয়াটা জরুরী । এটা শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল । আর 'গণতন্ত্র' ধারণার মধ্যে একটা ইনক্লুসিভনেস (inclusiveness) আছে । সকলেই যাতে এই পত্রিকায় সমান সুযোগ পায়, নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করতে অভিমুখ পায় - তা নিশ্চিত করতেও 'গণতন্ত্র' নামের জুড়ি মেলা ভার। সর্বোপরি গণতন্ত্র নিয়েও ভুল ব্যাখ্যার বিরাম নেই। এই আদর্শের যথার্থ সামাজিকীকরণই পারে গণতন্ত্রের ভিত্তি কে আরো মজবুত করতে । অতপর: আমরা এই ই-পত্রিকা তে যে বিভাগ গুলি রেখেছি যথা সাম্প্রতিক ইস্যু, শ্রদ্ধা/স্মরণ, প্রচ্ছদ নিবন্ধ, ক্যুইজ, পুস্তক পর্যালোচনা সবই সেই একই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত । বলতে গেলে এটি সম্পূর্ণরূপে একটি সমাজবিজ্ঞান মূলক একাডেমিক পত্রিকা- যা সকলের প্রয়োজনে আসতে পারে। সাম্প্রতিক বিষয় থেকে রাজনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা, শিক্ষার্থী থেকে সাধারণ নাগরিক, সকলেই অধিগত করতে পারবেন।

৩.প্রথম ইস্যু 'ভারতীয় গণতন্ত্র'কে নিয়ে কেন?

আমরা যারা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের বারংবার মনে হয়েছে 'ভারতীয় গণতন্ত্র' এক অন্যতম গবেষণার বিষয়। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে এটি 70 বছরের বেশি সময় ধরে যেভাবে নিজেকে সাবলীল করে তুলেছে তা সত্যিই অনবদ্য। ভারতীয় জনগণের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা থাকলেও গণতন্ত্র নিয়ে তাদের অহংকারের সীমা নেই। এই বিরাট রসায়নকে বোঝার সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার মাধ্যমে। নিয়মিত বিভাগ এর পাশাপাশি এই প্রচ্ছদ নিবন্ধ -যাদের রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা নেই কিন্তু আগ্রহ আছে তাদের প্রাথমিক ধারণা দিতে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ তাঁর, 'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী :দ্য হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি' (India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়, 'হোয়াই ইন্ডিয়া সার্ভাইভ '(Why India Survives?)- এ বলেছেন ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা ফিফটি-ফিফটি(50-50)। এই ধারণাকেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রচ্ছদে।

সবশেষে এই উদ্যোগে যারা আমাদের উপদেষ্টা ও সহযোদ্ধা অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সহ সকল সদস্য ও সদস্যা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী কৌস্তব ভট্টাচার্য মহাশয় ও বিভাগীয় অধ্যাপক -অধ্যাপিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা কে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের যে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি তা আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

Karimpur Pannadevi College

শ্রদ্ধা/স্মরণ

শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় (১১ই ডিসেম্বর; ১৯৩৫ - ৩১শে আগাস্ট ২০২০): একটি রাজনৈতিক প্রজন্মের অবসান

যুক্তলেখা রায় ও মলি দাস বৈরাগ্য
(চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ)

ভি.আই. লেনিন

মৃণাল **সিংহ বাবু** (স্টেট এডেড কলেজ টিচার)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবি কলেজ

শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় (১১ই ডিসেম্বর; ১৯৩৫ - ৩১শে আগাস্ট ২০২০): একটি রাজনৈতিক প্রজন্মের অবসান

যুক্তলেখা রায় ও মলি দাস বৈরাগ্য

বাংলায় ইদানিং একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে " বাংলায় জন্ম কিন্তু ভারতে বিখ্যাত " । প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের গ্রাফ বা রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে এই উক্তি সত্যতা উপলব্ধি হয় । ভারতের ১৩ তম রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান নিঃসন্দেহেই গভীরতম শোকের । বাংলা তথা ভারত একজন অভিজ্ঞ , সুস্থ ও বিচক্ষণ কূটনীতি ও রাজনীতিবিদকে হারালো । ১৯৩৫ সালের ১১ ই ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের ৩১শে আগস্ট শ্রী প্রণব **মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাপথ বেশ রোমাঞ্চকর।**

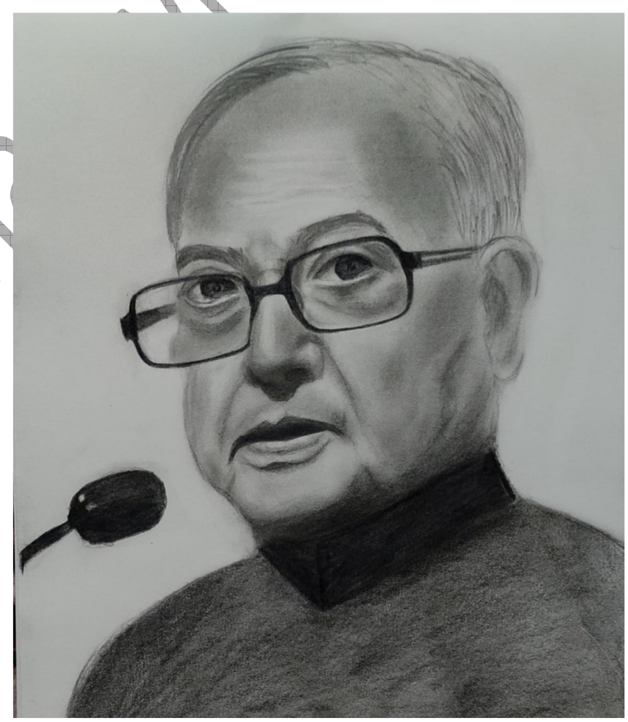

সুজাতা মন্ডল, (দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

তিনি "ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি" থেকেই Political Science ও History তে M.A Degree উপার্জন করেন । একই ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি আইনবিভাগে পড়াশোনা করে L.L.B. Degree উপার্জন করেন । তিনি প্রথমেই কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬৩ সালে "Vidyasagar College" এ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে (2বছর) নিযুক্ত হন । তিনি রাজনীতিতে প্রবেশের আগে " দেশের ডাক " (call of Motherland)

পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন ও পরে নিখিল ভারত, বঙ্গ সাহিত্যে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ।

প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রায় পাঁচ দশক ভারতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন । ১৯৬৯ সালে প্রথমবার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতায় ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাতে তিনি নির্বাচিত হন। এরপর রাজনৈতিক জীবনে দ্রুত উত্থান ঘটে এবং ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত সহকর্মীতে পরিণত হয়। ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়নে উপমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ক্যাবিনেটে যোগদান করেন। ক্যাবিনেটে ক্রমান্বয়ে পদন্নতির ফলে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের অর্থমন্ত্রীর দাইয়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচ অর্থমন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম শিরোপা দেওয়া হয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে অর্থ, প্রতিরক্ষা, বিদেশ, রাজস্ব, জাহাজ চলাচল, পরিবহন শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রকের মতো একাধিক মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহনের বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। এই ধরনের অভিজ্ঞতা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের খুবই কম রয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০০৪ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রথম জঙ্গিপুরের থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন । তিনি তার মন্ত্রিত্বকালে অনেক গুরত্বপূর্ণ জনকল্যাণকর ও দেশের জন্য হিতকর কাজ করেছেন । যেমন- শিশুকন্যাদের শিক্ষা ; স্বাস্থ্য পরিষেবা ; জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান ; প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বকাজে অর্থ বরাদ্দ করেছেন । আবার দেশের জন্যও তিনি প্রথম ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি সই ; পরে নিউক্লিয়ার নন- প্রলিফিকেশন ট্রিটি সই না করেই নিউক্লিয়ার সাপ্লাইয়ার্স গ্রুপের থেকে পরমাণু বাণিজ্যের অনুমতি আদায় করেন । ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এর ঋণের শেষ কিস্তি ১.১ বিলিয়ন অর্থ না তোলা প্রভৃতি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন ।

শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আনুগত্য ও অসামান্য প্রজ্ঞা এই বাঙালি রাজনীতিবিদকে শুধু কংগ্রেস দলেই নয় বাইরে ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করেছে । তিনি সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিংকে দলীয় কাজে যথেষ্ট সহায়তা করতেন । প্রণব মুখোপাধ্যায় এমন এক ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন যার সাথে কোন রাজনৈতিক দলের নেতার কোন রকম বিরোধ ছিল না । ২০০৪ সালে দল ক্ষমতায় আসলে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সম্মানজনক পদটি পান । তিনি পূর্বেও সার্কের মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

২০১২ সালে ১৩ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিষেক শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তিনি ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন । যার নাম - " বাই দ্য কোয়ালিশন ইয়াস "(১৯৯৬ -২০১২ রাজনৈতিক জীবন) । এই গ্রন্থটি তে তিনি অনেকটা খোলাখুলিভাবে তার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন । একমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া প্রায় সব শীর্ষপদে বিরাজ করেছেন।

২০১৯ সালে ২৫ শে জানুয়ারি বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এর দ্বারা ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত হন । এছাড়াও তিনি একাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন ।

সমগ্র ভারতবর্ষে যখন নেতৃত্বের সংকট তখন প্রণব মুখোপাধ্যায় একজন আদর্শ । ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । বিশেষত্ নিজে একজন যথার্থ ধার্মিকের ন্যায় ব্যক্তিগত আচরণ করলেও রাজনীতিতে তিনি ছিলেন যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ , যা আজকের ভারতবর্ষে খুবই প্রয়োজন ।

ভি.আই. লেনিন

মৃণাল সিংহ বাবু

রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে স্মরণে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাদের প্রায়োগিক প্রাণপুরুষ হিসাবে যে নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। এ বছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে তাকে স্মরণ ও মনন করার অবকাশ এসেছে সাধারণ মানুষ এমনকি মার্কসবাদী বিশ্বাসী চিন্তাবিদদের কাছে। লেনিন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী আদর্শকে বাস্তবায়িত করে তুলে মার্ক্সবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে পরিণত করেছিলেন ও পৃথিবীতে বিকল্প প্রায়োগিক সমাজদর্শন হিসাবে রাষ্ট্রগুলিকে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ গড়ে তুলেছিলেন।

লেনিন 1870 সালে 22 শে এপ্রিল সিমব্রিস্ক শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইলিয়া নিকোলেভিচ ও মাতা হলেন মারিয়া আলেকসানড্রভা। 1901 সালে লেনিন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ছদ্মনামে নিজেকে বহিঃপ্রকাশ ঘটান। 1887

Karimpur Pannadevi College

সালে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দেওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। আর এই সময় থেকেই বৈপ্লবিক রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং কাজানে নির্জন বাসের সময় মার্কসীয় দর্শন চর্চার সুবাদে মার্কসবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। 1891 সালে তিনি আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। সমকালীন রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে নারোদনিক ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে যে প্রচন্ড বিতর্ক চলে সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার স্বতন্ত্রতা তৈরি করেন। পিটার্সবার্গে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে তিনি বিপ্লবিক দায়িত্ব প্রতি পালনের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 1900 সালে জেনেভাতে প্লেখানভের সঙ্গে মিলিত হন এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা আলোচনা করেন। তিনি ইসক্রো বা সফুলিঙ্গ একটি পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার আহ্বান জানান। তিনি রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বলশেভিক হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন মেনশেভিকদের আদর্শের বিপরীতে। তাঁর লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লখযোগ্য হল 'State and Revoolution'; 'Where to Begin'; 'What is to be Done'; 'One Step Forward, Two Step Back'; 'Two Tractises of Social Democracy in the Democratic Revolution,; 'Imperialism, the Highest Stage of Capitalism'; 'দলচ্যুত কাউটস্কি' প্রভৃতি ।

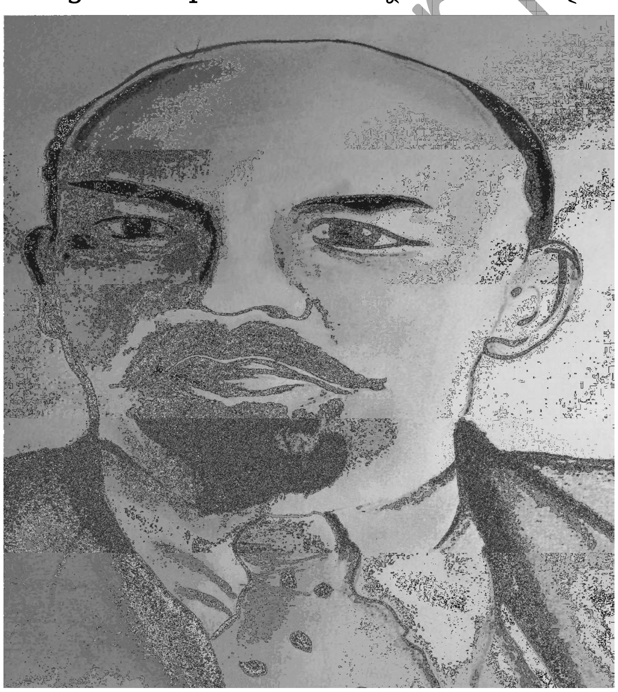

যুক্তলেখা রায় (চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ)

কার্ল মার্কস যে সাম্যবাদের তত্ত্ব তথা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও পুঁজিবাদের ধ্বংস - পৃথিবীতে এই যে দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন, তা তার জীবন কালে কোন দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। লেনিন হলেন সেই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি মার্কসবাদের প্রতি গভীর আস্থা রেখে মার্কসও সাম্যবাদী দর্শনকে রাশিয়ার বাস্তবের মাটিতে প্রয়োগ ঘটান এবং বিশ্ব দরবারে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে সেই দর্শন কে প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কস কথিত সমাজতন্ত্র শর্ত রাশিয়ায় সেভাবে ছিলনা। আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-পুঁজিবাদী রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কে প্রয়োগ করা খুবই জটিল ছিল। তথাপি রাশিয়ার এরকম পরিস্থিতির ভিত্তিতেই লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। রাশিয়ায় যেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণী খুবই দুর্বল সেহেতু তাদের পক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। বুর্জোয়াদের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে সর্বহারা শ্রেণী কে এগিয়ে আসতে হবে । অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করতে হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বন্ধনে অক্টোবর বিপ্লব বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনি পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে সাম্রাজ্যবাদকে দেখিয়েছেন। তার মতে এই সাম্রাজ্যবাদ হল পরগাছা পুঁজিবাদ এবং ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু। লেনিনের আরেকটি বড় অবদান হল কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি সংগঠিত কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী দল হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। পার্টির কাঠামোকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধাঁচে । জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পক্ষে সওয়াল করেন। এছাড়া বিপ্লবের গড়ে তোলা ও সাফল্যের জন্য বিষয় ও বিষয়ীগত শর্তের কথা বলেছেন।

লেনিন এর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ও প্রক্রিয়ায় হয়তো অনেক সীমাদ্ধতা রয়েছে তথাপি যে জন্য তাঁকে স্মরণ করা জরুরি তা হলো তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যা বর্তমান ভোগবাদী জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাঁচার একটি রসদ ও পথ যা তিনি প্রথম বাস্তবায়িত করেছিলেন তৎকালীন রাশিয়ায়।

Pannadevi College

সাম্প্রতিক ইস্যু

বিষয় যার যার প্রযুক্তি সবার (কোভিড ও অনলাইন শিক্ষা)

সঞ্জু মন্ডল ও বিশ্বজিৎ পাল
(চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ)

জাতীয় শিক্ষানীতি

বর্ষা খাতুন ও রিচা শর্মা
(দ্বিতীয় সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ)

ভারত চীন সম্পর্ক:

রাখী দাস বৈরাগ্য ও শ্যামাশ্রী বিশ্বাস
(চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ)

৫৯তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সুজয় মন্ডল ও বিক্রম হালদার
(চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ)

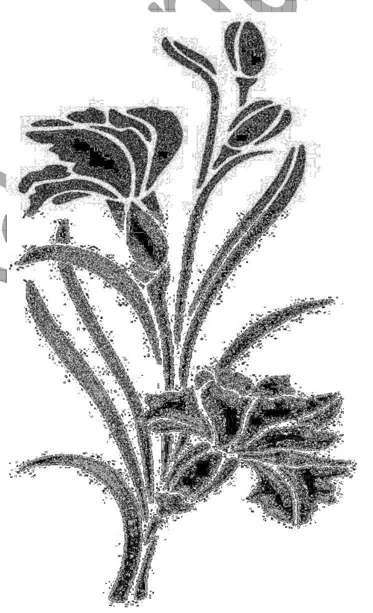

বিষয় যার যার প্রযুক্তি সবার (কোভিড ও অনলাইন শিক্ষা)

সঞ্জু মন্ডল ও বিশ্বজিৎ পাল

বর্তমান এই সংকটময় পরিস্থিতির ফলাফল শুধুমাত্র কয়েক দিনের ভোগান্তি নয় এর ফলাফল সুদূরপ্রসারি । এই করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনীতির পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা ও ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে । এই ভোগান্তির হল যে কতটা ব্যাপক গবেষকদের কাছে পরিষ্কার নয় । কোভিড-19 এ দীর্ঘ সময়ের লকডাউনে আমাদের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। করোনা পরিস্থিতি আমাদের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে নতুন করে সমস্ত কিছু ভাবতে বাধ্য করেছে । Google Classroom ; Google Meet ইত্যাদি মাধ্যমগুলির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি । এই করোনা আবহে অনলাইন ক্লাস হলো একমাত্র মাধ্যম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানোর । নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল কিন্তু এই অনলাইন ক্লাস এর ব্যাপারে সরগর হতে সময় লেগেছে । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এবং নীচু ক্লাসের পড়ুয়াদের টেলিভিশনের কয়েকটি চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে । শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সমান্তরাল প্রেক্ষাপট গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । যদিও এটা কতটা কার্যকরী তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে সকলের। এই Online শিক্ষা Any time, Any where হতে পারে কিন্তু Anybody হয়ে উঠতে পারেনি অর্থাৎ যেকোন সময় যেকোন জায়গায় অনলাইন শিক্ষা কার্যকরী হলেও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি এই অনলাইন শিক্ষা।

Online শিক্ষাকে অধিক মান্যতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কোভিড-19 সংক্রমনের দরুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বন্ধ হওয়ার পর থেকেই । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি নানাবিধ সার্কুলার জারি করে অনলাইন পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে । সেই অনুযায়ী অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলির শিক্ষকেরা অনলাইন ক্লাস নিয়েছেন । ওয়েবসাইটে পাঠক্রম সহায়ক লেখাপত্র বা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, জনপ্রিয় অ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন । সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদক্ষেপ চালু হয়েছে এমনটা নয় কিন্তু বেসরকারি স্কুল, কলেজ গুলিতে Online Class এর সফলতা অনেকটাই আশাব্যঞ্জক। বর্তমান করোনা

Karimpur Pannadevi College

পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম সুরক্ষা বিধি মেনে একমাত্র ক্লাস চালানোর রাস্তা হল Online Class। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে না গিয়ে কোনরকম জমায়েত না করে বাড়িতে বসেই Smartphone এর মাধ্যমে ক্লাস করে নিতে পারে। একেবারে কিছু না শেখার না চেয়ে যে কজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারছে , এই এখন আমাদের ভালো দিক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানান রকম প্রযুক্তি অবলম্বন করে ক্লাস নিচ্ছেন । যা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হচ্ছে ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ রক্ষা করছে এছাড়া এতদিন শিক্ষার্থীরা Smartphone শুধুমাত্র বিনোদনের জিনিস হিসেবে অপব্যবহার করতো কিন্তু বর্তমানে তারা এই Smartphone শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার করছে। অনলাইন ক্লাস এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের গৃহবন্দী একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র এসেছে । ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকছে যা তাদের জীবনে খুব প্রয়োজন। Online class করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠছে এবং নিয়মানুবর্তিতা এ দিন কাটাচ্ছে , যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সমস্যা কি :-

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি (কুটা) সমীক্ষায় দেখেছে অনলাইন পাঠ এর সুফল পাচ্ছেন মাত্র 15 শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ) ও এইমত পোষণ করেন। তাদের মতে গ্রামের পড়ুয়ারা অনলাইন শিক্ষার সুযোগ তেমন ভাবে পাইনি। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম গুলির যেমন- ই-পাঠশালা, SWAYAM, NROER (National Repository of open educational Resources) , NIOS (National Insititute of open scnooling) ব্যবহার ও সার্বজনীন নয়। আমাদের জানা দরকার অনলাইন শিক্ষার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা কি আছে সারা দেশে। অনলাইন শিক্ষার জন্য দরকার কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোন। দেশে মাত্র 11 শতাংশ পরিবারে আছে কম্পিউটার 24 শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে স্মার্টফোন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারে মাত্র একটি স্মার্টফোন রয়েছে পড়ুয়ারা ঠিক সময় মত স্মার্টফোনটি হাতে পায় না। 2017-2018 সালের National Sample Survey Report on Education অনুযায়ী দেশের মাত্র 24 শতাংশ পরিবারের তার সংযোগ রয়েছে। ভারতবর্ষের 66 শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। গ্রামাঞ্চল এ নিম্নমানের ইন্টারনেট পরিষেবা এছাড়া দারিদ্রতার কারণে গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ পড়ুয়াদের কাছে স্মার্টফোন মানেই বিলাসিতা, এছাড়া লিঙ্গ ভেদে ভারতের ইন্টারনেট ব্যবস্থার তারতম্য দেখা যায় Internet and Mobile Association of India এর 2019 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 67 শতাংশ পুরুষ এবং মাত্র 33 শতাংশ মহিলা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন । তাই নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা অনলাইন শিক্ষার পথে।

Online শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এ কথা সত্য কিন্তু এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র রাস্তা এই হল এই Online Class। যদিও অনেক পড়ুয়া এই অনলাইন শিক্ষার সুফল নিতে পারছে না তবুও যে সমস্ত পড়ুয়া এই অনলাইন শিক্ষার সুফল নিতে পারছে তাদের কাছে এই অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব আশীর্বাদ এর মত। এই ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ একমাত্র পথ এই অনলাইন শিক্ষা কিন্তু এটা যে কতটা সফলতা এনে দিতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি

বর্ষা খাতুন

শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড। 1947 সালে স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ ও শহর উভয় ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ বহুমুখী দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ যখন আধুনিক হয়ে উঠেছে তখন এই গতিময়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ধারা চরম আকার ধারণ করে। ভারত সরকার প্রদত্ত যে নীতি দ্বারা সকল ভারতবাসীর শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাকে জাতীয় শিক্ষানীতি বলা হয়। কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদন এবং সুপারিশের ভিত্তিতে (1952-1953) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শিক্ষার বিষয়ে প্রথম জাতীয় নীতি গ্রহণ করেন। যার লক্ষ্য জাতীয় সংহতি করণ এবং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। পরবর্তীতে 1986 সালে, রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন নীতি চালু করে। এই নীতিতে বিশেষত ভারতীয় মহিলা, তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। যদিও 1992 সালে পি ভি নরসিমা রাও এর নেতৃত্বে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির

Karimpur Pannadevi College

সংশোধন করেছিলেন । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ 34 বছর পরে একটি নতুন শিক্ষানীতি ঘোষিত হল। স্বাভাবিকভাবেই, বিবিধ প্রেক্ষিতের বিচারে বর্তমান এই শিক্ষানীতি সাম্প্রতিককালে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়।

নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০২০) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১.প্রাথমিক স্তর থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে। ২.স্কুলের পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্ত করে মূল ধারণায় নামিয়ে আনা হবে। ৩.ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ৪.শুধুমাত্র মার্কশিটের প্রাপ্ত নম্বর এবং পরিসংখ্যানের পরিবর্তে প্রাধান্য পাবে পড়ুয়ার দক্ষতা এবং যোগ্যতা। পড়ুয়াদের জ্ঞানের প্রয়োগিক দিকের ওপর ভিত্তি করে বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়া হবে। ৫.আলাদা করে সাইন্স, কমার্স, আর্টস থাকছেনা। ৬.উচ্চশিক্ষার পড়াশোনা হবে চার বছরের এবং তা হবে গবেষণাধর্মী। পাশাপাশি মাল্টিপল এন্টি এবং এক্সিটের সুবিধা রয়েছে। ৭.M. Phil কোর্স উঠে যাবে। ৮.ল এবং মেডিকেল ছাড়া বাকি সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি নিয়ন্ত্রক সংখ্যা এক ছাতার তলায় আসবে। ৯.তাছাড়া ডিজিটাল শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ই-লার্নিং এ জোর দেওয়া এবং 8 টি ভাষায় অনলাইনে পড়াশোনা চলবে। আবার সরকারি এবং বেসরকারি নির্বিশেষে সমস্ত উচ্চ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন রেগুলেশন চালু করা। বিশ্বের সেরা 100 টা ইউনিভার্সিটি এদেশে তাদের ক্যাম্পাস খুলতে পারবে ।নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জিডিপি অর্থাৎ জাতীয় আয় এর অন্তত 6 শতাংশ লগ্নি করতে চলেছে সরকার।

অসন্তোষের কারণ:

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বরাবরই উপেক্ষিত। প্রাথমিক স্কুল গুলির উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। শিশুদের কাছে শিক্ষাকে আনন্দের সামগ্রী করে তোলার জন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নতুন এই শিক্ষানীতিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই নীতি প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই-ভাগে ভাগ করে কাঠামোগত পরিবর্তন আনলে ও গুণগত পরিবর্তনের কোন দিক নির্দেশ নেই। তবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষায়। যা আমার মতে একটি ভালো দিক। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার কোন জোগান নেই। রাজ্যগুলির সীমিত আর্থিক সামর্থের মধ্যে এই বিপুল অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। এই দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রকেই।

জাতীয় শিক্ষানীতি নাকি মাতৃভাষার সূত্র নিয়ে গঠিত ? যদিও 1968 সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতিটি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই নীতি নিয়ে অনেক রাজ্যেই বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলি আশঙ্কিত যে তাদের ওপর জোর করে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে হিন্দি ভাষার একাআধিপত্য স্থাপন করতে চাইছেন কেন্দ্র! এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারেও নতুন কোন অভিনবত্ব নেই। বলা হয়েছে এই শিক্ষা চলবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। শিক্ষান্তে শুরু হবে স্নাতক স্তরের শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে কিভাবে গুণগত চরিত্রগত পরিবর্তন করা হবে তার কোন হদিস নেই এই শিক্ষানীতিতে।

তবে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা অভিনবত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে বলা হয়েছে স্নাতক স্তরের লেখা পড়া চলবে চার বছর ধরে। তা চলবে এমন ভাবে যাতে এই শিক্ষা লাভ করে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি এক বৎসরের স্নাতকোত্তর পড়াশোনার কথা বলা হয়েছে, যা মূলত গবেষণাধর্মী। যা সরাসরি পিএইচডি গবেষণার প্রাথমিক স্তর।

বর্তমান সমাজে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় সমগ্র সমাজকে এক চরম বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতির এটি একটি ত্রুটি।

আমাদের দেশের যাবতীয় বিতর্ক এর কেন্দ্র হলো রাজনীতি। যেহেতু শিক্ষা সংবিধানের যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেহেতু অনেক রাজ্য সরকারই মনে করেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণের আগে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারত। তাই প্রশ্ন ওঠে, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মবিধিকে লংঘন করে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিক খবরদারি বা নিয়ন্ত্রণের ফলে শিক্ষার সমূহ সর্বনাশ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে সিভিল সোসাইটি , অরাজনৈতিক ছাত্র সমাজ কর্তৃক সংঘটিত আন্দোলন - যা প্রায় দুর্লভ ।

Karimpur Pannadevi College

ভারত চীন সম্পর্ক:

রাখী দাস বৈরাগ্য ও শ্যামাশ্রী বিশ্বাস

আমরা এমন এক দুনিয়ায় এসে পৌঁছেছি যেখানে মিত্রতা আর শত্রুতা পাশাপাশি চলে, শুনতে সহজ মনে হলেও কথাটা সত্য। আর তা বোঝার জন্য আরোও ভেঙে বলা যেতে পারে। এখন যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা-শত্রুতা চলছে তাদের মধ্যে ভারত- চীন সম্পর্ক অন্যতম। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশেই অহিংস, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশী সরকার ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশাদার কূটনৈতিকদের সুপারিশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যায়। 1950 সালের 1লা এপ্রিল ভারত ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। 1954 সালের জুন মাসে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত সফরে আসেন। ভারত চীন যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এবং যৌথভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পাঁচটি নীতিমালার পক্ষে মতবিনিময় করে। 1954 সালের 28 এপ্রিলে এই দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পঞ্চশীল নীতি উত্থাপিত। আলোচিত এই নীতি গুলি হল-

1. প্রতিটি স্বাধীন দেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া। 2. দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিত্যাগ এর নীতি গ্রহণ করা। 3. অন্য কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। 4. পারস্পারিক সাম্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। 5. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল সমস্যার সমাধান করা।

1955 সালে এশিয়া আফ্রিকা সম্মেলনে উভয় দেশ যৌথভাবে বন্ধুত্ব ও পারস্পারিক সহযোগিতার পক্ষে বিবৃতি দেয়। যা পরবর্তীকালে Non Aligned Movement -র জন্ম দেয়। 1962 সালে পারস্পারিক সীমানা নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং পারস্পারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। চীন ভারত দখলের জন্য যুদ্ধ শুরু করে এবং লাদাখের বিস্তীর্ণ একটা অংশ চীনের দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে নাথুলা, চোলা, জেলেপ-লা দখলের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু করলে চীন পরাস্ত হয় এবং তারা উপলব্ধি করে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করেন এবং দুই দেশের বিবাদ মেটাতে সচেষ্ট হন। 1999 সালে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কারগিল যুদ্ধ চলছিল তখন লাদাখ থেকে প্রচুর সেনা পাকিস্তান সীমান্তে পাঠানো হলে চীন সেই সুযোগে বিতর্কিত আকসাই চীন সীমান্ত বরাবর রাস্তা তৈরি করে আন্তর্জাতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে। 2018 সালে চীনের রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে উহান একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে এবং বিনিয়োগের জন্য 'মডেলের' সূচনা করে। এই দুই রাষ্ট্রপ্রধান SCO summit, G20 summit, BRICS summit -এ অংশ নেয়।2019 সালে ভারতের মমল্লপুরামে দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠকে পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও বিনিয়োগের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক- বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতের সম্পর্কের একটি বন্ধন গড়ে উঠছে। একবিংশ শতকে শুরু করে বাণিজ্যের পরিমাণ 3 বিলিয়ন থেকে 100 বিলিয়নে পৌঁছেছে, অর্থাৎ প্রায় 32 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তবে চলতি বছরে আবারো ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তার কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক মহল মনে করেছেন-

1. ভারত শেষ কয়েক বছর ধরে প্রতিরক্ষা বিষয়ক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং সীমান্ত অঞ্চলে সেনাদের ব্যবহারের জন্য রাস্তা, ব্রিজ তৈরি করেছে যা চীনের পছন্দ নয়। 2. করণা পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ও দেশের মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর উদ্দেশ্যে তার এই ভারতের প্রতি অগ্রাসন নীতি, লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা, গগরাপোস্ট, দৌলতবেগের মত জায়গাগুলিতে চিনা সেনা আগ্রাসন চালাতে থাকলে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। 15 জুন গালওয়ান উপত্যাকায় সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে কুড়ি জন ভারতীয় সেনার বীরগতি প্রাপ্তি হয়। এরপর উচ্চ পর্যায়ের সেনা বৈঠকের আয়োজন করেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ভারতও এই অবস্থায় চুপ করে বসে নেই , চীনের আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিয়েছে। 29 জুন ভারত সরকার দেশের সুরক্ষার

Karimpur Pannadevi College

প্রশ্নে 'তথ্যপ্রযুক্তি' আইনের 69 A প্রয়োগ করে 59 টি চিনা app বন্ধ করে এছাড়াও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চিনা নির্ভরতা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় সামরিক কিছু সময় ভারত ও চীনের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে ঠিকই কিন্তু সময়ের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যাগুলিকে এড়ানো যাবে এবং এই দেশ দুটি পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নেবে।

৫৯তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সুজয় মণ্ডল ও বিক্রম হালদার

করোনা আবহে আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কে বা কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে তার উপরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি ৪ বছর অন্তর একবার করে নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের ঠিক পরের মঙ্গলবার। অর্থাৎ এই বছর ২০২০তে তা হতে চলেছে ৩রা নভেম্বর।

নির্বাচনের খুঁটিনাটি:-

নাগরিকদের সরাসরি ভোটে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন না বরং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি হলো পরোক্ষ। প্রথমে জনগণ ভোট দিয়ে ইলেক্টোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্যালট পেপারে কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নাম লেখা থাকে। আর এক এক রাজ্যের নিয়ম অনুসারে নির্বাচক মন্ডলীর নাম উল্লেখ থাকতে নাও পারে। জনগণ কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো তার দলের নির্বাচক মন্ডলীর মনোনীত করা। পরবর্তীকালে সেই নির্বাচক মন্ডলী ভোট দিয়ে নির্বাচন করেন জনগণের পছন্দের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে। তবে ফেডারেল আইন অনুসারে নির্বাচন মন্ডলী কিন্তু জনগণের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য নন। অর্থাৎ নির্বাচক মন্ডলী চাইলেও দলের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। তবে 50 টি রাজ্যের মধ্যে 24 টি রাজ্যের আইনে এই ধরনের 'বিশ্বাসঘাতকতা' অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আর বর্তমান যুগে সচরাচর কোন নির্বাচককে নিজ দলীয় প্রার্থীর বাইরে অন্য কাউকে ভোট দিতে দেখা যায় না। তাই বলা যায় জনগণ যে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নির্বাচক মন্ডলীদের ভোট দেবে তিনিই ওই রাজ্যের সবগুলো ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে যাবেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে গেলে তাকে আগে অবশ্যই জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হতে হবে এবং কমপক্ষে ১৪ বছর আমেরিকায় অবস্থান করতে হবে। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সর্বনিম্ন বয়স হল ৩৫ বছর।

অন্য অনেক দেশের মতো আমেরিকাতে অনেক রাজনৈতিক দল নেই। নির্বাচনে প্রধান যে দল গুলি থাকে ; প্রধানত দুটি দলই বেশি ভোট পেয়ে থাকে: ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান। আধুনিক উদারনীতিবাদ বিশ্বাস করে ডেমোক্র্যাট পার্টি যারা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা; সাশ্রয়ী মূল্যের শিক্ষা; সামাজিক কর্মসূচি; পরিষেবা সংরক্ষণের নীতি এবং শ্রমিক ইউনিয়নে বিশ্বাস করে। এই দলের সর্বশেষ প্রার্থী ছিলেন হিলারি ক্লিনটন যিনি গত নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরেছেন।

এবারের নির্বাচনের এজেন্ডা ও বিশেষত্ব:

রিপাবলিকানদের পক্ষে এবারও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার বিরুদ্ধে 77 বছর বয়সী জো বাইডেনকে পার্থী করার ব্যাপারে নিশ্চিত করে ফেলেছে ডেমোক্র্যাট শিবির । করোনাভাইরাস এর সংক্রমনের জেরে নাজেহাল অবস্থা ট্রাম্প প্রশাসনের ,ঠিক সেইসময় ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে জো বাইডেন আসরে নামানো হয়েছে। বাইডেনের রাজনৈতিক আজেনডাগুলি এবার কি কি? ইতিমধ্যেই নির্বাচনের ফান্ড রেইজিং শুরু হয়েছে। বাইডেন এবং তার এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা ঘোরবিরোধী কমলা হ্যারিস, যাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তুলে ধরে চমক দিয়েছেন তিনি, তারা তাদের ওয়েবসাইটে সুস্পষ্টভাবে কিছু কথা তুলে ধরেছে- যে সব আইডিয়ার নাম দিয়েছেন বোল্ড আইডিয়াজ ট্যাগ লাইন। এই বিল্ড ব্যাক বেটার এর জিগির তুলে আমেরিকার মানুষকে, অন্তত যারা ট্রাম্পের ঘোরবিরোধী তাদের মন কেড়ে নিয়েছেন বাইডেন। প্রত্যেকটি এজেন্ডাই ট্রাম্পকে

Karimpur Pannadevi College

খোঁচা মেরে সুনির্দিষ্টভাবে তাকে লক্ষ্য করে তৈরি। দেশের শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য অর্থনৈতিক প্যাকেজ এবং চাকরির ব্যবস্থা, মার্কিন অর্থনীতিতে বর্ণ সাম্য, আধুনিক যত্নশীলতা এবং শিক্ষাব্যবস্থা মেড ইন অল অফ আমেরিকা- মহামারীর পর সুষ্ঠুভাবে স্কুল চালু করা, করোনাভাইরাস এর জন্য কমব্যাট প্ল্যান, কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা, অভিবাসন নীতি, বন্দুক সন্ত্রাসের জন্য বিশেষ নীতি, মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ, জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, এলজিবিটি (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার) কমিউনিটির জন্য সহানুভূতিশীলতা ইন্ডিয়ান - আমেরিকানদের জন্য নীতি মুসলিম- আমেরিকানদের ঘৃণার চোখের না দেখার নীতি সহ আরও কয়েক দফা রয়েছে সেই ইশতেহারে। গত ছয় বছরে যে যে জায়গা গুলোতে ট্রাম্প সমালোচিত হয়েছেন সবকটা জায়গা তুলে ধরেছেন বাইডেন এবং কমলা।

যারা মনে করেন আমেরিকাকে তার কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে তিনি তাদের সবার বন্ধু। ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের প্রতি কঠোর ,আইএসআইএস কে ও জব্দ করেছে এবং পৃথিবীকে সে কথায় শোনান, যেটা শোনা উচিত। নিকির মত অনেকেই ট্রাম্পের ঔদ্ধত্য পক্ষে শওয়াল করেছেন তাকে মহিমান্বিত করেছেন। প্রচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে- বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন মিলে আমেরিকার বারোটা বাজিয়েছিলেন। আমেরিকাকে সেই খারাপ অবস্থা থেকে ট্রাম্পই উদ্ধার করেছে। তবে নিকির মত রিপাবলিকানদের বেশিরভাগই ট্রাম্পের একটা দিকিই বারবার তুলে ধরেছেন- ট্রাম্প কত কড়া, আমেরিকার সম্মানের, জন্য গর্বের জন্য তিনি কতটা আবেগপ্রবণ। অন্তবর্তী নির্বাচন যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকান গ্রেট এগেন' নাকি বাইডেনের 'বিল্ড ব্যাক বেটার'- কোনটা 'গ্রেট আমেরিকান ড্রিম' এবং সাম্যবাদের জন্য লড়াই করে চলা একটা দেশকে স্বপ্ন দেখাবে, সেটাই দেখার।

ডেমোক্র্যাটরা নাকি আমেরিকাকে সোশ্যালিজমে দিকে ঠেলে দেবে আর রিপাবলিকরা রক্ষা করবে মার্কিন পুঁজিবাদকে তর্ক এখানে গিয়ে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদিও সোসালিজম এর হওয়াটাই বইছে, তবে অভিমুখ টা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে থাকে, সেটাই এখন দেখার।

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র চিন্তা

শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট

সফিউল ইসলাম খান
সহকারী অধ্যাপক , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব:

প্রসেনজিৎ সাহা
সহকারী অধ্যাপক , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা

মৃণাল সিংহ বাবু
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভারতীয় নারী ও গণতন্ত্র

রিংকি বিশ্বাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

Karimpur Pannadevi College

প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র চিন্তা

শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রাক্কালে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার সময়কাল এবং ওই সময় কালে কোন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠেছিল কিনা তা জানা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য বৈদিক সাহিত্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা পরিচয় পাওয়া যায়। পন্ডিতেরা মনে করেন আনুমানিক ৪ হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ধারণা এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল। ঋকবেদের শ্লোক গুলির মধ্যে মধ্যে অন্তত প্রাথমিক আকারে সর্বোত্তম রাজনৈতিক বিষয় ভাবনা চিন্তার পরিচয় মেলে। সুতরাং ঋকবেদের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অভিযান (১১৯১ ও ১১৯২ তরাইনের যুদ্ধ) ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা (১২০৬ দাস বংশ) সময় পর্যন্ত বিস্তর কালকে প্রাচীন ভারতীয় যুগ হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার এই সময়কালে গণতন্ত্রের চিন্তা-চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে যে পাশ্চাত্যের মডেল বোঝায় তা অক্ষরে অক্ষরে ছিল তা কিন্তু নয়। তবে গণতন্ত্রের প্রাণ ভ্রমরা যে জনগণ তাদের আবেগ-অনুভূতি চাওয়া-পাওয়া মতামত বিশেষ গুরুত্ব পেত। গণতন্ত্রিক তথা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রমাণ ঋকবেদে পাওয়া যায় যা 'গণ' নামে পরিচিত ছিল। সকল নাগরিক নিয়ে গঠিত 'সভা' এবং তাদের মুখ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'সমিতির' অস্তিত্ব ছিল। ঋকবেদে উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন রাজারা সমিতিতে আলোচনা মিলিত হতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা আছে-' অন্যরা তাদের দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তি রাজপথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন'। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ বিরাজমান ছিল।

গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের এবং জনগণের দ্বারা একটি ব্যবস্থা, যেখানে জনগণ পছন্দের দ্বারা তাদের শাসক বা প্রতিনিধি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। এটা এমন একটি ধরন যেটি স্বাধীনতা সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের মৌলিক নীতি।

প্রাচীন ভারত ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি:

ঐতিহাসিকভাবে ভারতের শাসন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হয় বৈদিক যুগে। প্রাচীন সময় থেকে ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল তার প্রমাণ মেলে প্রাচীন সাহিত্য, মুদ্রা, এবং বিভিন্ন নথিপত্রে।

১. ঋগ্বেদ এবং অথর্ব বেদে উল্লেখ ছিল 'সভা' এবং 'সমিতির'। এই সময়ে সভায় আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নেয় রাজা, মন্ত্রী, এবং পন্ডিত ব্যক্তিরা। সভা এবং সমিতিতে জনগণ একসাথে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি জনগণের বিভিন্ন চিন্তা ধারা ছিল বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পারস্পরিক আলোচনার পরে। মাঝেমধ্যে সেখানে প্রায়ই দ্বন্দ্ব এবং জনগণের মানসিকতায় পার্থক্য ছিল। অর্থাৎ অর্থাৎ বর্তমানে যাকে গণতন্ত্রের পরিভাষায় 'Debate' ও 'Discussion' বলে থাকি, সুতরাং সেটি সে সময় ছিল।

২. এটাও বলা ভুল হবে না যে বৈদিক যুগে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উৎপত্তি হয়েছিল। বৈদিক যুগে পূর্বনির্দিষ্ট কমিটিতে 'ইন্দ্র' নির্বাচিত হতো এবং ওই সময় 'ইন্দ্র' ছিল 'রাজার রাজা'। ঋকবেদে চল্লিশবার (৪০), নয় (৯) বার অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি বহুবার ব্যবহার হয়েছে।

৩. আবার সভা (জমায়েত), সমিতি (কমিটি) রাজন অথবা রাজা বৈদিক সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। ঋকবেদে আরও বলা হয়েছে যে রাজার অবস্থান চরম ছিল না এবং সে সভার দ্বারা অপসারিত হত। অর্থাৎ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যে রীতি 'গণ উদ্যোগ', 'গণভোট' প্রভৃতি নীতি গুলি প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। ঋকবেদে যে গণতান্ত্রিক নীতি এবং তার সম্মেলন আদর্শ এবং তাকে বলা হয় 'সঞ্জনানা'। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। ' সঞ্জনানা ' শব্দের অর্থ হলো জনগণের যৌথ সচেতনতা। বলা হয় জনগন নিজেরা তাদের সমিতিতে জমায়েত হত। ঋকবেদে যেভাবে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো ... ', বলা হয়েছে যার অর্থ আমরা এক পথে চলবো, এক কথা বলব এরকম কিছু।

বৈদিক যুগের পরে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের বর্ণনা করা হয়েছিল যেখানে জনগণ একসাথে অংশগ্রহণ করত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যেটি প্রশাসনের সাথে যুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হতো। আত্মজাব্রাহ্মণ, পাণিনি, মহাভারতের লিপি, অশোকস্তম্ভ, ইতিহাসবিদদের কিছু ঐতিহাসিক লেখা, বুদ্ধ, এবং জৈন পন্ডিতেরা, মনুস্মৃতি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ গণতন্ত্রের ভিত্তি। মহাভারতের শান্তিপর্ব যেখানে সাধারণ

Karimpur Pannadevi College

জনগন জমায়েত হতো তাকে বলা হয় সংসদ, এবং তাকে আরও বলা হয় জন সাধন।

৪. গণতন্ত্র বুদ্ধ যুগে আরও ব্যাপক ছিল। ওই যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে বৈশালী, মাদক, লিচ্ছবি, মালক, কম্বোজ, ইত্যাদির কথা বলা যায়। বৈশালীর প্রথম রাজা বিশাল নির্বাচিত হয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রজাতন্ত্রকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো Ayudh প্রজাতন্ত্র যেটি রাজাই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেবেন। দ্বিতীয়টি হল যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারে। পাণিনির 'জনপদ 'শব্দটিতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিনিধিগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং সেই একমাত্র প্রশাসনের যত্ন নেন।

ডঃ ভারতী মুখার্জি, তাঁর, 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা' - গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন (৩৭ পৃষ্ঠা) যে, "তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রাচীন গ্রীস বা রোমে প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের যে বিশেষ 'দর্শন' গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তেমনটি ঘটেনি । এটি অবশ্যই প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার দুর্বলতার সূচক। " তবে সীমিত রাজতন্ত্রের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রকৃতির প্রজাতান্ত্রিক ধারণা ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল।।

****

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট

সফিউল ইসলাম খান

কোন একটি নির্দিষ্টভূখন্ডকে কেন্দ্র করে জাতি রাষ্ট্র গঠন এবং প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস অনেকাংশেই প্রভাবিত হয় তার অতীত ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান আর্থ - সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর বিন্যাসের দ্বারা। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশও তার ব্যতিক্রম নয়, প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় ভারতের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস ঘটেছিল। সেখানে সামান্য হলে গণভিত্তির উল্লেখ পাওয়া গেলেও, সংসদীয় শাসন এর বিষয়গুলি অজানাই ছিল। কেননা স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের শাসন ক্ষমতা বেশিরভাগ সময় ধরে পরিচালিত হয়েছে কোন না কোন বৈদেশিক শক্তির ব্যক্তিকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের দ্বারা। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ছিল কল্পনাতীত । সেখানে সংসদীয় শাসন-এর উপস্থিতি ছিল একেবারেই অলীক ধারণা। যদিও প্রায় দুই শতাধিক কাল ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা এবং দেশবাসীর প্রয়োজনীয়তা ও নবজাগরণের প্রভাব স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সংবিধানের রচয়িতাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চিন্তা বোধ ও ভারতে দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্য সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশের সহায়ক হয়। যার আনুষ্ঠানিক সূচনা ধরা যেতে পারে ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের হাত ধরে। কেননা এই দুই আইনের শাসন কাঠামো ভারতীয় জনসমাজকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলে ও সংসদীয় শাসন এর উপযোগী সামাজিকীকরণ ঘটায়। এভাবেই সংসদীয় শাসনএর আগ্রহ জনমানুষের গভীরে জায়গা করে নেয়। যার প্রতিফল আমরা লক্ষ্য করতে পারি রাওলাট আইন ও মন্টফর্ট সংস্কার এর বিরোধিতা, অপরদিকে হোমরুল আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অন্যতম বিকল্প হলো সাধারণ জনগণের আত্মমর্যাদা ও দাবি পূরণের লক্ষ্যে জনগণের সম্মতি দিয়ে জনগণের জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস ঘটানো, সে ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতে ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো হয়েছে।

অভিনবত্ব:

যদিও তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান যা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের পাশাপাশি প্রজাতান্ত্রিক পরিচয় প্রদান করেছে। যদিও ভারতীয় ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, সংসদীয় কার্যবিধি, পুরোপুরি ভাবে ব্রিটিশ সংসদীয় রীতি অনুকরণ করেই পরিচালিত হয় যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা, ক্যাবিনেটের প্রাধান্য, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ, সংবিধানের প্রাধান্য প্রভৃতি। ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতীয় জনজীবনের নিজস্ব চাহিদার ওপর আস্থা রেখে রাজনৈতিক ন্যায় এর পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয় যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় ও সমানাধিকারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় যাতে প্রতিটি নাগরিকের আত্মমর্যাদা সুরক্ষিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনাতে ঘোষিত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ ব্যক্তিমুখী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার পরিচয় বহন করে যা ভারতের

Karimpur Pannadevi College

সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিশ্বের দরবারে অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্ট বিন্যাস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে যা প্রকৃতপক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ-এর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিন্যাসের দ্বারা গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করে এবং সংসদীয় শাসন এর কাঠামো ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন ও সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্য সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করে থাকে। যদিও সমালোচকদের মতে ভারতের পুরোপুরি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত না হওয়ায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বিভাগের অতি সক্রিয়তা অন্য বিভাগে বাধা সৃষ্টি করতে পারে যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কাম্য নয়। তাছাড়া সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। তাই বর্তমানে শ্রেণী বৈষম্য, জাতপাতের বিবেচনা অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা অশিক্ষা, গোঁড়ামির মতো সামাজিক ব্যাধি গুলিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ব্যাপকহারে শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে যাতে সমস্ত শ্রেনীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত করনের মধ্যে দিয়ে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব

শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা

2011 সালে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Economist Intelligence Unit - ই আই ইউ) পরিচালিত একটি সমীক্ষায় যার নাম 'ডেমোক্রেসি ইন্ডেক্স অফ 2011: ডেমোক্রেসি অন্ড স্ট্রেস' - এতে দেখা যাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর 167 দেশটি গণতন্ত্র রয়েছে (যার মধ্যে 165 টি জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত)। এও দেখা গেছে যে, অনেক অসুবিধা সত্তেও গণতন্ত্রের প্রতি একটা আকর্ষণ জনগণের থাকে। বাস্তবে এথেন্সে গণতন্ত্র (প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের) চর্চা ছিল, ভারতে লিচ্ছবি, বৈশালীর মতো ছোট ছোট জনপদ গুলিতে গণতন্ত্র ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দর্শন বা ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উদারনৈতিক গণতন্ত্র ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা এদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ভারতের গণতন্ত্র অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পৃথিবী বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল, লিপসেট , লার্নার এমনকি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পর্যন্ত ভারতের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি নিয়ে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল কে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে , " Indians were not as yet fit to rule themselves and that the huge illiterate population was a hindrance to the implementation of adult suffrage." ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি অন্যতম দার্শনিক সর্ভেপল্লি রাধাকৃষ্ণাণ এই দাবিকে খারিজ করে দিয়ে ঘোষণা করেন, "All Indians irrespective of Gender and education always suited for self rule". আজ সামগ্রিকভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির দিকে তাকালে রাধাকৃষ্ণের উক্তিকেই সত্য বলে ধরে নিতে হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে ভারত আজ সমাদৃত। কিছু সমস্যা, দুর্বলতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু 70 বছরের অধিককাল ধরে ভারতের গণতন্ত্র অনেক বেশি সাবলীল হচ্ছে- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ, তাঁর 'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী : দ্য হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে কেন ভারতের গণতন্ত্র টিকে গেল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের বেশ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যেগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা বা দুর্বলতা গুলিকে কাটিয়ে উঠে গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা।

প্রথমত- সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি ও স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনঃ

ভারতের অন্যতম কৃতিত্ব হলো একেবারে শুরু থেকেই সাংবিধানিকভাবে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। স্ত্রী-পুরুষ, জাতি- ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক সাম্য কে প্রাধান্য দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পৃথিবীর অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও একেবারে শুরু থেকে সমাজে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিলনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, ব্রিটেনে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে , সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, জাপানে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতে এই রাজনৈতিক জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা কে দেখলে লক্ষ্য করা যায় ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নির্বাচনে যেখানে মাত্র ৪৫.৬৭ শতাংশ নাগরিক সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, সেখানে ২০১৯-এ ৬৭. ১১ % এবং ২০১৪ তে ৬৫.৫৯% মানুষ ভোট প্রদান করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এই উর্ধ্বগতি জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাকেই প্রকাশ করে ও অংশগ্রহণমূলক

গণতন্ত্রের ভিত্তিটাকে পোক্ত করে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৯ - সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের এই ভোট প্রদানের সংখ্যা ছিল ৮১.৯১ শতাংশ ।

ভারতীয় গণতন্ত্রের আরো একটি অন্যতম সাফল্যের চাবিকাঠি হল স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন (৩২৪ নং ধারা)। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে এর ওপর । ভারতে গণতন্ত্রকে সুস্থায়ী করতে, দুর্নীতিমুক্ত করতে, সর্বোপরি বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে নির্বাচন পরিচালনা করতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সচিত্র পরিচয় পত্র, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন কার্যকরী করা, ব্যালট পত্রে স্থান দেওয়া নোটা (NOTA)-কে এরকম কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু তাই নয় নির্বাচনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে অর্থের বিপুল পরিমাণ অপচয় রোধ করতে এবং গণতান্ত্রিক সুস্থ প্রতিযোগিতা কে কার্যকরী করতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনেকটাই।

দ্বিতীয়ত- বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র ভূমিকাঃ

সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কে অর্থাৎ আইন , শাসন ও বিচার প্রত্যেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবে তবেই নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্র সুস্থ থাকবে- এই বিশ্বাস চলে আসছে। ভারতে বিচার বিভাগ এই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা থেকে, সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে ইতিবাচক দায়িত্ব পালন করেছে। বিশেষত হাজার ১৯৬৭ সালের গোলোকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় এটি ঠিক হয়, সংসদ নাগরিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারবে না। ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় উঠে আসে 'সংবিধানের মৌল কাঠামোর' ধারণা - যেখানে গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতা মৌলিক অধিকার এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। ১৯৮০ দশকে জনস্বার্থ মামলা ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। শাসন ব্যবস্থার অন্য দুটি বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পেলেও বিচার বিভাগের ইতিবাচক ভূমিকা গণতন্ত্রকে সঠিক দিতে সক্ষম হয়েছে।

তৃতীয়ত- গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণঃ

ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম রহস্য হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত করা অর্থাৎ স্থানীয় স্তরের মানুষকে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করানো। তাদের মতামত, তাদের সিদ্ধান্তে প্রশাসন পরিচালনা। ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যেভাবে গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিকীকরণ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার কে কাজে লাগাতে পেরেছে। সর্বোপরি স্থানীয় স্তরে মহিলাদের সংরক্ষণ অন্যান্য শ্রেণীভূক্ত মানুষের পিছিয়ে পড়াদের সংরক্ষণ এই ব্যবস্থাকে আরো বেশি ইনক্লুসিভ করেছে।

চতুর্থত- নাগরিকদের তথ্যের অধিকারের স্বীকৃতিঃ

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা বারবার নিজেকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়েছে । গণতান্ত্রিক সরকার এর অন্যতম শর্ত হলো দায়বদ্ধতা , স্বচ্ছতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা। ২০০৫ সালে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী একদিকে যেমন তথ্য পাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে, তেমনি তা সুশাসন ও দায়বদ্ধতার আবরণে জনগণের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে। আইনটি শাসক শাসিতের সম্পর্ককে, গুরুত্ব দিয়েছে। স্বচ্ছ নাগরিক প্রশাসনের দাবিকে নিশ্চিত করেছে। বলা যেতে পারে এটি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক স্তম্ভ।

পঞ্চমত- অরাজনৈতিক সংগঠন ও নয়া সামাজিক আন্দোলনঃ

এর ভূমিকা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, ভারতীয় গণতন্ত্রে সমান্তরালভাবে কার্যকরী। সরকারি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন ভারতের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের গভীরতাকে সম্প্রসারিত করেছে। পিছিয়ে পড়াদের আন্দোলন গণতন্ত্রকে আরো বেশি অংশগ্রহণমুখী ও ইনক্লুসিভ করেছে, পিছিয়ে পড়াদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সংগঠনগুলির ভূমিকা ইতিবাচক । এ ধরনের সংগঠন গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - Self- Employed Women's Association (SEWA), Narmada Bachao Andolan (NBA), Majdur Kisan Shakti Sangathan (MKSS), Association for Democratic Reforms (ADR) ।

তবে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী এবং বিশেষত্ব মর্যাদা প্রদান করলেও, এখনো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। দুর্বলতা, ব্যর্থতা প্রচুর । ২০১৯-এ মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে পৃথিবীর ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৯ আবার ২০২০ তে সুখী রাষ্ট্রের নিরিখে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ১৫৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪৪ । সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা আছে। তথাপি এর কার্যকারিতার দিক গুলো কে উপেক্ষা করা যায় না।

Karimpur Pannadevi College

শেষ করা যেতে পারে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অচিন বণিক (Achin Vanaik) কথা দিয়ে। তিনি তাঁর "প্যারাডক্সেস অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স" (Paradoxes of Indian Politics) নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের ভারতবর্ষ সম্পর্কে সচেতন মানুষ কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্বাধীনতার পরে দেশটির কৃতিত্ব কি? - উত্তর হবে হাজারো রকমের সমস্যা ও ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও এটি তার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করতে পেরেছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশিত করতে সক্ষম হয়েছে। "

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা

মৃণাল সিংহ বাবু

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালে স্থায়ী রূপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, প্রক্রিয়া ও সংগ্রাম এখনো চলছে। সেখানে ভারতে একটি রাজনৈতিক দর্শন ও জীবনাদর্শ হিসাবে 'গণতন্ত্র' বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। গত শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে বিশ্বায়ন প্রবেশ করায় ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি, জনগণের মানসিকতা বহু পরিবর্তিত হয়েছে - যা ভারতীয় গণতন্ত্র কে আরো জটিল ও সমস্যাময় করে তুলেছে। ভারত সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দলনির্ভর ভারতীয় গণতন্ত্র সাম্প্রতিককালে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রভাব আরো জটিল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি নকশালবাদ, মাওবাদ সর্বশেষে সন্ত্রাসবাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যাকে আরো প্রকট করেছে।

যাইহোক ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা যেহেতু পর্যালোচনায় তাই সমস্যার দিকটি আলোচনা করা জরুরি।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা আলোচনা ক্ষেত্রে দুটি দিক তুলে ধরতে পারি। প্রথম দিকটি হল ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা গুলি কি কি? দ্বিতীয় দিকটি হল কি কারণে ভারতীয় গনতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে? বর্তমান ভারতে গণতন্ত্রের যে সমস্যাগুলি ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলি হল:

১. **লিঙ্গ বৈষম্য:-** গণতন্ত্রের একটি মৌলিক নীতি হলো লিঙ্গ সাম্য (জেন্ডার ইকুয়ালিটি)। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন বিষয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নির্বাচনে ভোট প্রদানে নারী -পুরুষ অনুপাতের বৈষম্য (২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে, পুরুষ ৬৮.৩%, নারী ৬৮ % ভোটার) কমলেও প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ১৪.৬% নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, যা নিতান্তই অনেক কম। রাজনীতিতে এই পুরুষতান্ত্রিকতা ও লিঙ্গবৈষম্য ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা ।

২. **রাজনৈতিক হিংসা:-** ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম সমস্যা হল রাজনৈতিক হিংসা। নির্বাচন, ক্ষমতা দখল, প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু মানুষ রাজনৈতিক হিংসায় বলি হয়েছে জাতপাত, ধর্ম , ভাষা অঞ্চল প্রভৃতি কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল গুলির মধ্যে এক ধরনের হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে । যার ফলস্বরূপ বহু মানুষ হিংসার বলি হয়েছে। রাজনীতিতে এই হিংসা সংহতির পরিবর্তে সংঘাতের মানসিকতা গড়ে তুলেছে এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক অনীহা জাগ্রত করেছে। যেমন গুজরাট দাঙ্গা তে ৫০০ (১৯৬৯) জনের অধিক মৃত্যু, ২০২০ দিল্লিতে ৫৩ জনের মৃত্যু ও ২০০জনের উপরে আহত হয়। এরকম বহু হিংসার ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হেনেছে।

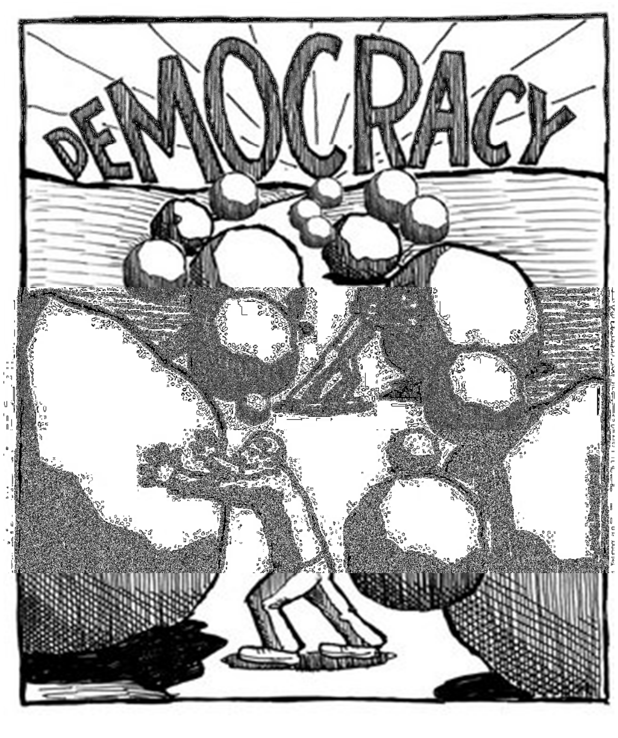

Kanmpur Pannadevi College

৩. **রাজনীতিতে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা:-** বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও রাজনীতিতে দুর্নীতি অর্থাৎ নির্বাচনে কারচুপি , হুমকি, টাকা আদান প্রদান, প্রতিনিধি কেনাবেচা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি প্রভৃতি কমে যায়নি। দুর্নীতিতে ভারত ১৮৩ টি দেশের মধ্যে ৯৫তম স্থানে অবস্থান করছে । এর পাশাপাশি রাজনীতিতে অপরাধপ্রবণতা (Criminalisation) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি বহু অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি মানুষের বাঁচার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা ভারতীয় গণতন্ত্রকে কলুষিত করছে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষ সমস্যা

হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। একটু পরিসংখ্যান ঘাটলেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। ২০০৪ সালে জয়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৮.৪ শতাংশের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ ছিল এবং ১৩.৫ % এর বিরুদ্ধে গুরুতর ক্রিমিনাল চার্জ ছিল। ২০১৩ সালে বিষয়টি আরো গুরুতর হয়ে ওঠে। ভারতের মোট জয়ী ৪৮০৭ জন এমপি ও এমএলএ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ১৪৬০ (৩০%) জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ অভিযোগ রয়েছে এবং ৬৮৮ (১৪%) জনের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলার অভিযোগ রয়েছে।

৪. **জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ:-** ভারতীয় গণতন্ত্রের বর্তমান সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাতপাতের প্রাধান্য ও ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টি। রাজনৈতিক নির্বাচন, সরকার গঠন, দল গঠন, সুযোগ-সুবিধা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথা জাতপাত একটি প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উত্তরপ্রদেশে দলিতদের, বিহারে যাদব জাতের প্রাধান্য, কেরালায় নায়ার সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রভৃতি অঞ্চলভিত্তিক জাতপাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই কারনে খুশবন্ত সিং তাঁর 'Democracy Pipedream' নামক প্রবন্ধে Indian democracy কে 'as dynastic feudal' বলে বর্ণনা করেছেন। 'জাতপাতের রাজনীতিকরণ' ঘটেছে। জাতের পাশাপাশি ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ ও রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছে। ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও হিংসা ভারতীয় রাজনীতিকে কলুষিত করেছে।

৫. **আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ:-** আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বর্তমান ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম সমস্যা। আঞ্চলিক ভাষা, জীবন-যাপন, আঞ্চলিক সংবাদপত্র, শিক্ষা আঞ্চলিক দল প্রভৃতির প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়েছে এবং স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি উঠেছে, এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদের উত্থান ঘটেছে। ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো এককেন্দ্রিক করে তুলেছে।

৬. **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়:-** গণতন্ত্র যেহেতু একটি আদর্শ ও চিন্তা এবং মূল্যবোধ, যা মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতি বজায় রাখে। কিন্তু বর্তমান দিনে মিডিয়া, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। মিডিয়া কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ জনগণের মধ্যে যেমন সচেতনতা গড়ে তুলেছে তেমনি বিভ্রান্তি, হিংসার বাতাবরণে তৈরি করেছে। যে যুব সমাজ ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের কর্ণধার ও গণতন্ত্র রক্ষা কর্তা তারা অনেকেই এখন বিপথগামী। মূল্যবোধের অবক্ষয় গণতন্ত্রকে আরো সমস্যাযুক্ত করে তুলেছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যার কারণ

বা দিক (Indicate) গুলি নির্দিষ্ট করা যায় তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - আভ্যন্তরীণ (Internal) ও বাহ্যিক (External)। ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সমস্যার কারণ গুলি হল: ১) সামাজিক দিক থেকে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা জাতপাত এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ধরে রাখার মানসিকতা , অনিয়ন্ত্রিত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা । ২)প্রথাগত শিক্ষায় রাজনৈতিক সচেতন মূলক শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা। ৩) প্রশাসনিক দিক থেকে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার বাধন ও তাদের দল নির্ভরতা। ৪) অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্রতা, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব, কর্মবিমুখতা। ৫) রাজনৈতিক দিক থেকে দায়বদ্ধ ও সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, অগণতান্ত্রিক দলীয় কাঠামো, রাজনৈতিক দলগুলির স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব, রাজনৈতিক অনীহা, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের হিসাবে নির্বাচনের পর শাসক ও শাসিতের সম্পর্কহীনতা প্রভৃতি।

Karimpur Pannadevi College

এছাড়া বাহ্যিক ক্ষেত্র বলতে উন্নত রাষ্ট্র গুলির চাপ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলির প্রভাব, সন্ত্রাসবাদ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সংগঠন গুলির প্রভাব ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যাকে আরও প্রবল করে তুলেছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা পর্যালোচনায় জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সন্দেহ ও শর্ত এবং প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যে পলিটির ধারণা দিয়েছেন তার কথা স্মরণে এসে যায়। মিলের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সন্দেহ ও শিক্ষার শর্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টোটল ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা না রাখতে পেরে পলিটি বা মিশ্র তন্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এক বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ আখ্যা দিয়ে গর্ববোধ করা হলেও গণতন্ত্রের এই দৈনতা ভারতকে সমস্যাযুক্ত গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেছে।

ভারতীয় নারী ও গণতন্ত্র

রিংকি বিশ্বাস

গণতন্ত্র হলো সরকারি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপ। 'গণতন্ত্র ' বলতে জনগণের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ জনগণের সরকারকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যেখানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে গণতন্ত্র রয়েছে, যার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। আর ভারতবর্ষেও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কে ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্র অনেকটা ইনক্লুসিভ ইন নেচার । তথাপি 70 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সত্যিই কতোটা এই গণতন্ত্র ইনক্লুসিভ বা এই গণতন্ত্রে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীর অবস্থান কোথায়, তাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটাই বা কিরূপ- সে বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা ।

যে কোন সভ্যতা বা দেশের সাফল্য ও উন্নতির জন্য পুরুষদের সাথে নারীদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। ভারতীয় নারীর প্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু উত্থান -পতন এর ঘটনা। বৈদিক সভ্যতায় অন্য চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল, তখন ভারতীয় নারীরা যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন, তারা পুরুষদের মত সমানভাবেই বিভিন্ন কাজে মর্যাদার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে নারীদের মর্যাদার অবনমন ঘটেছে। সর্বসাধারণের বিষয়াদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হতো। তবে কালক্রমে ভারতীয় নারীদের জীবনধারাগত পরিবর্তন ঘটেছে। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পিছুটান কাটিয়ে উঠতে ভারতীয় নারীদের এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের দুঃখ- কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সময়ের সাথে পারিবারিক বেড়াজাল, অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, নারীর প্রতি চরম অবমাননাকে পেছনে ফেলে ভারতীয় নারীদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক সচলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রকাশিত। যে কোন দেশের উন্নতির প্রধান মানদন্ড হল সেই দেশের নারীর প্রগতি UNO নির্দেশিত Sustainable Development Goals এও বলা আছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সকলের জন্য ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার সাধু সংকল্প কে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার সূত্রে সৃষ্ট কিছু সুযোগ-সুবিধা পুরুষদের মত মহিলারাও সমভাবে ভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া সংবিধানের 326 ধারায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে, যা নারীজাতির ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রবেশের পথ কে উন্মুক্ত করেছে। আধুনিক ভারতের নারীরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি দেশের শাসন ব্যবস্থাতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ভোটদান ও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ভারতে নারীদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লিঙ্গবৈষম্যকে হ্রাস করেছে যা দেশের জন্য ইতিবাচক ঘটনা।

ভারতীয় নারীরা ভোটার হিসাবে, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ও নীতিনির্ধারক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রেখেছে। গণতন্ত্রে ভারতীয় নারীদের অবস্থান সংসদ থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে নারীদের সক্রিয়য় অবস্থানের বহু দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অবদান আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, প্রাক্তন মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবীসিংহ পাতিল

Kalimpur Pannadevi College

এর অবদান, জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেহবুবা মুফতি, কংগ্রেসের অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য ব্যক্তিত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি, রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে, উত্তরপ্রদেশের বহু জন সমাজবাদী পার্টির মুখ্য ব্যক্তিত্ব মায়াবতী,বর্তমান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রমুখদের ভূমিকা গণতন্ত্রে ভারতীয় নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

রাজনীতিতে ভারতীয় মহিলাদের বাস্তব চিত্র:

স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ৫% মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন।তারপর গত লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ১৭তম লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৭তম লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ১৪% মহিলা সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন যা ভারতীয় নারীদের সক্রিয় রাজনৈতিক অবস্থানকে ইঙ্গিত করে। ১৭তম লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি লোকসভা নির্বাচনে ৪১% মহিলা প্রার্থী দেন। এছাড়াও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ৩৩ % মহিলা প্রার্থী ঘোষণা করেন যা ভারতীয় নারীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রকাশ। তবে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কখনোই সন্তোষজনক হয়ে ওঠেনি। ২০১৪ সালে সংঘটিত ১৬ তম লোকসভা এবং অন্যান্য রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রতিনিধিত্বের পরিসংখ্যান দেখলে কিছুটা হতাশ হতে হয় বৈকি। ১৬ তম সাধারণ নির্বাচনে ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬৬ জন মহিলা প্রতিনিধি ছিল, শতাংশ হিসেবে ১২ দশমিক ১৬শতাংশ রাখতে হবে। ভোটারের সংখ্যা কিন্তু প্রায় ৫০% মহিলা । এর থেকেও হতাশাজনক খবর ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬৬৮ জন মহিলা প্রতিনিধিত্ব করেছিল । যাদের মধ্যে পরিবারের পরিচিতি বিহীন লড়াই করেছিল ২০৬ জন , যারা প্রত্যেকেই হেরেছিল। রাজ্য বিধানসভার হিসাবে দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে। ২৮ টি অঙ্গরাজ্যের মোট বিধায়ক এর সংখ্যা যেখানে ৪১২০, সেখানে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৩৫৯ জন, শতাংশ হিসেবে ৮.৭১।

অন্যদিকে আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এর ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের ২৪৩ (D) অনুচ্ছেদে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্থানীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করছে। পরিসংখ্যানঃ আর একটু ঘাটাঘাটি করলে দেখা যাবে এই পশ্চিমবঙ্গেই ৪৮.৭৩ শতাংশ প্রধান, ৩৯.৬৯ শতাংশ সভাপতি এবং ৫০% সভাধিপতি হলেন মহিলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৩৩% পরিবর্তে ৫০% করা হয়েছে।

যত বেশি সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি লোকসভা, রাজ্যসভা, রাজ্য আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পর্যায়ে বৃদ্ধি পাবে ততবেশি নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, ঘরোয়া হিংসা, লিঙ্গ বৈষম্য, নারী নির্যাতন এর মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নারীরা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং লিঙ্গ সমতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

যদিও ১৯৬৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় লোকসভা ও রাজ্যসভা তে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে। রাজ্যসভায় ১০৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল ৯ মার্চ ২০১০, তারিখে পাশ করা হয়। কিন্তু লোকসভায় তা আজও আলোচনায় সম্মতি পায়নি। ২০১০ সালের ৩১মে তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮৬ টি দেশের মধ্যে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ভারতের স্থান ৯২।

কেবল ব্যর্থতা দিয়ে আলোচনা শেষ করা উচিত নয়। কেন মহিলাদের আশানুরূপ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নেই, সেটিও জানা প্রয়োজন । সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মূল্যবোধ, সংস্কার এবং অশিক্ষা। পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে শুরু করে মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা মহিলাদের লিঙ্গ ভিত্তিক পরিচয় তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, যা হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

Karimpur Pannadevi College

ক্যুইজ বিভাগ

1. রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের কটি আসন রয়েছে?

(A) 14 টি (B) 16 টি
(C) 11 টি (D) 19 টি

2. নরেন্দ্র মোদি কততম প্রধানমন্ত্রী ?

(A) 14 তম (B) 13 তম
(C) 12 তম (D) 15 তম

3. লোকসভার প্রথম স্পিকার কে ছিলেন ?

(A) এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও (B) ওম বিড়লা
(C) সুমিত্রা মহাজন (D) জি. ভি. মাভালংকার

4. প্রথম ভারতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন ?

(A) সুকুমার সেন (B) সুনিল আরোরা
(C) ওম প্রকাশ রাওয়াত (D) কল্যাণ সুন্দরাম

5. সংবিধান সভার প্রথম স্থায়ী সভাপতি -

(A) ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা (B)শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
(C) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (D) উপরোক্ত কেউইনা।

6. গণপরিষদে কাকে ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে ?

(A) রাজেন্দ্র প্রসাদ (B) বি আর আম্বেদকর
(C) কে এম মুন্সি (D) জওহরলাল নেহেরু

7. ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয় -

(A) 26 জানুয়ারি 1952 (B) 26 জানুয়ারি 1953
(C) 26 জানুয়ারি 1951 (D) 26 জানুয়ারি 1950

8. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় -

(A) কলকাতা (B) চেন্নাই
(C) দিল্লি (D) লন্ডন

9. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসারে সংবিধানের উৎস -

(A) গণপরিষদের সভাপতি
(B) ভারতবর্ষের জনগণ
(C) সংবিধান রচনার খসড়া কমিটি
(D) সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের সদস্য গণ

10. U N Commission on the status of Women এর নবতম সদস্য -

(A) আফগানিস্তান (B) ভারত
(C) A এবং B উভয়ই (D) কোনোটিই নয়

11. রাজেশ কুলকর নিচের কোন সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ?

(A) World Bank
(B) International Labour Organization
(C) U N E S C O
(D) U N D P

12. Father of the Constitution of India বলা হয় -

(A) মহাত্মা গান্ধীকে (B) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে
(C) জওহরলাল নেহেরুকে (D) ডঃ বি আর আম্বেদকরকে

13. ভারতীয় সংবিধানের কততম সংশোধনীকে ক্ষুদ্র সংবিধান বলা হয় ?

(A) 42 তম (B) 73 তম
(C) 53 তম (D) 22 তম

14. কোন সাল থেকে 1 জনের পরিবর্তে 3 জনের নির্বাচন কমিশন চালু হয়?

(A) 1990 সাল (B) 1993 সাল
(C) 1995 সাল (D) 1999 সাল

15. সার্বজনীন ভোটাধিকার এর পূর্বে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে বলেছেন -

(A) গান্ধীজী (B) রুশো
(C) জন স্টুয়ার্ট মিল (D) কাল মার্কস

16. ভারতে, যে অঙ্গরাজ্যের পৃথক সংবিধান ছিল-

(A) জম্মু ও কাশ্মীরের (B) পাঞ্জাবের
(C) লাক্ষা দ্বীপের (D) নাগাল্যান্ডের

17. ভারতের সংবিধান কার্যকর হবার সময় মোট ধারা ছিল -

(A) 397 টি (B) 297 টি
(C) 405 টি (D) 395 টি

18. কত তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দিল্লিকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয় ?

(A) 68 তম (B) 42 তম
(C) 63 তম (D) 45 তম

19. ভোটাধিকার ব্যক্তির মাথায় রাজমুকুট এর পরিচয় দিয়ে তাকে নাগরিক করেছে বলেছেন -

(A) আব্রাহাম লিংকন (B) ভিক্টর হুগো
(C) গান্ধীজী (D) মিল

20. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন -

(A) রামনাথ কোবিন্দ (B) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
(C) রাজেন্দ্র প্রসাদ (D) আব্দুল কালাম

বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন: ১.আলামিন শেখ, (চতুর্থ সেমিস্টার), ২. শ্রী ভাসান সরকার ,(চতুর্থ সেমিস্টার), ৩. অসম রেজা, (দ্বিতীয় সেমিস্টার) ৪. রাজেশ শেখ (দ্বিতীয় সেমিস্টার),রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

Karimpur Pannadevi College

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অন্দরমহল

■ **2018-2019 ও 2019-2020 শিক্ষাবর্ষে নবীন অধ্যাপক-অধ্যাপিকার যোগদান :-**

নবীন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা	যোগদানের তারিখ
(i) সফিউল ইসলাম খান	06/09/2019
(ii) শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস	07/09/2019
(iii) শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু	30/05/2019
(iv) রিঙ্কি বিশ্বাস	30/05/2019

■ **বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিশেষ কৃতিত্ব :-**

বিভাগের শিক্ষার্থী	প্রাপ্ত নম্বর	বর্ষ / সেমিস্টার
শ্রী টোটন হালদার	130(65%)	দ্বিতীয় বর্ষ (2018-2019)
শ্রী সঞ্জু মন্ডল	70%	প্রথম সেমিস্টার (Dec, 2018)
শ্রী সঞ্জু মন্ডল	74%	দ্বিতীয় সেমিস্টার (July, 2019)
বর্ষা খাতুন	72%	প্রথম সেমিস্টার (Dec, 2019)

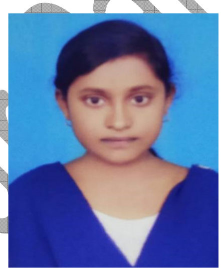

১। শ্রী টোটন হালদার ২। শ্রী সঞ্জু মন্ডল ৩। বর্ষা খাতুন

■ **বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সার্টিফিকেট কোর্স:-**

Panchayati Raj & Rural Development in West Bengal (03/01/2020 - 18/01/2020)

2019-20 শিক্ষাবর্ষে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির বাইরে গিয়ে একটি সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিল। যাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগ থেকেও শিক্ষার্থীরা যোগদান করে। এই কোর্সে যোগদানকারী শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা হল-(43)। সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতায় এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষার্থীরা বিশেষ উপকৃত হয়েছে। বিশেষত করিমপুর- 1 এবং করিমপুর -2 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্র সমীক্ষায় অংশগ্রহণ ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন করেছে এবং রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে সাহায্য করেছে।

এরই কিছু চিত্র আমাদের ম্যাগাজিনে ধরা রইল।

বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সার্টিফিকেট কোর্স এর ক্ষেত্র সমীক্ষা শিক্ষার্থীদের দ্বারা।

■ বিভাগের পরিচালনায় যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় যোগদান:-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় বিভাগ আয়োজিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের পক্ষ থেকে 2018-19 এবং 2019-20 উভয় বর্ষে যোগদান করা হয়। জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বিভাগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ করে। যুব সংসদের দল তৈরিতে এবং পরিচালনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। যারও কিছু মুহূর্ত ম্যাগাজিনে ধরা রইল।

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা 2018

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা 2019

■ICSSR পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আর্থিক সহায়তায় দুদিন ব্যাপী জাতীয় আলোচনা চক্র ১২ও ১৩ মার্চ ২০২০:

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ বিগত ১২ ও ১৩ মার্চ ২০২০ তে Indian Council for Social Science Research Eastern Region এর আর্থিক সহায়তায় একটি দুদিন ব্যাপী জাতীয় আলোচনা চক্র আয়োজন করেছিল। আলোচনাচক্র বিষয় ছিল ' Locating State and Society in Indian Political Thought' । প্রায় ১০০জন শিক্ষার্থী এবং ৪০ জন গবেষক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ এতে যোগদান করেছিলেন। আলোচনাচক্রে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পাশাপাশি ওড়িশার বেরহামপুর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত, জইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্স এন্ড এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়াঙ্কা ভেলাথ আলোচনাচক্র কে জাতীয় স্তরের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক প্রতীপ চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা নিবেদিতা সাহা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ আর ডি সির (HRDC) অধ্যাপিকা ব্রততী ভট্টাচার্য মহাশয়া এই আলোচনাচক্রে অন্যতম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় আলোচনাচক্রের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাড়ি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র) শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি মহারাজ। অনুষ্ঠানে বিভাগের পাশাপাশি কলেজের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের, অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের, ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা আলোচনাচক্রের সফলতা লাভের সাহায্য করেছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাতীয় স্থানী আলোচনা চক্রে অতিথি অভ্যর্থনায় কলেজের এনসিসি বিভাগ।

ICSSR পূর্বাঞ্চলীয় শাখা অনুমোদিত দুদিনের জাতীয় স্তরে আলোচনাচক্র আয়োজনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

জাতীয় স্তরে দুদিনের আলোচনাচক্রের প্রশ্নোত্তর পর্ব।

পুস্তক পর্যালোচনাঃ (১)

গণতান্ত্রিক চেতনা ও মৌলিক আইন-

লেখক- গৌতম মুখোপাধ্যায়, সেতু পাবলিকেশন্স।
মূল্য- 100 টাকা। প্রকাশকাল - অগাস্ট 2019।

স্নাতক স্তরে ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে যে সিবিসিএস কোর্স পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে সেটিতে স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স (SEC) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ- যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বাস্তব ও প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার জ্ঞান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠন পাঠনের কোর্স এ এই (SEC)হিসেবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মৌলিক আইন বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণার জন্য শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায় রচিত পুস্তকটি বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।
তিনিএই গ্রন্থে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা, FIR, গ্রেফতার, জামিন, নারী নির্যাতন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন, তথ্যের অধিকার, সাইবার অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় গুলি প্রাথমিকভাবে আলোচিত করেছেন।

ভারতের ফৌজদারি ন্যায়বিচার সম্পর্কে এই বইটিতে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। (১) ফৌজদারি এলাকার সংক্রান্ত দন্ডবিধি (২) পুলিশ এর কাছে আনুষ্ঠানিক FIR করার পদ্ধতি, ইত্যাদি।
FIR হলো পুলিশের কাছে প্রাথমিক সূচনা যা একটি বিচার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সম্পর্কে পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে নেয় । গ্রেফতার বলতে একটি বৈধ কর্তৃত্ব দ্বারা একজন ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা কে বোঝায়। গ্রেপ্তার অভিযুক্তকে আদালতে উপস্থিত করানোর উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। জামিন হলো একটি কোর্ট নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময় অভিযুক্তকে সাময়িকভাবে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওইয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বইটি থেকে প্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে নারী নির্যাতন ও পারিবারিক হিংসা রোধে মহিলাদের একাধিক রক্ষাকবচ প্রদান করা হয়েছে- যার বিতর্কে অনেক সময় 498 A উঠে আসে। কি এই আইন, কেন এই আইন সেটিও এই পুস্তকে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 498 A ধারাটি 1986 এর দশকে প্রণীত হয় সমাজে পণ বিভীষিকা কে রোধ করার উদ্দেশ্য।

আবার, উচিত দামে সঠিক জিনিস পাওয়া ক্রেতাদের মৌলিক অধিকার। ভারতের 1986 সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন প্রণীত হয় এবং 1992 ও 2002 খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত হয় (Consumer protection act)। এই আইনের উদ্দেশ্যে ছিল ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা- যা এই পুস্তকের অন্যতম আলোচ্য দিক। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সকল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে ।যেকোনো রেকর্ড, ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি এই আইনের আওতায় রয়েছে।

বর্তমান যুগ তথা প্রযুক্তির বিপ্লব যুগ। তথ্য প্রযুক্তির যেমন সুবিধা আছে তেমন এটিকে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হয় । একেই সাইবারক্রাইম বলে। ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তি যত বৃদ্ধি পাবে সাইবারক্রাইমের ঘটনা ও তত বৃদ্ধি পাবে। সাইবারক্রাইমের ন্যায় অত্যাধুনিক অপরাধ এবং তার খুঁটিনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বইটিতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে TADA ও POTA আইন তো ছিলই, এর সঙ্গে 2004 সালে UAPA কার্যকরী হয়। সন্ত্রাস দমনের এবং দেশদ্রোহিতা রোধ করার জন্য এই কড়া আইন সমালোচিত হয়েছে বহুবার । কিন্তু আইনের মূল বিষয় কি এতে গ্রেপ্তার হলেও অপরাধের সাজা কিরূপ তাও লেখক সুচারুরূপে আলোচনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পুস্তকের মূল বিষয়টি কেবল স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের নয়, সাধারণ মানুষের

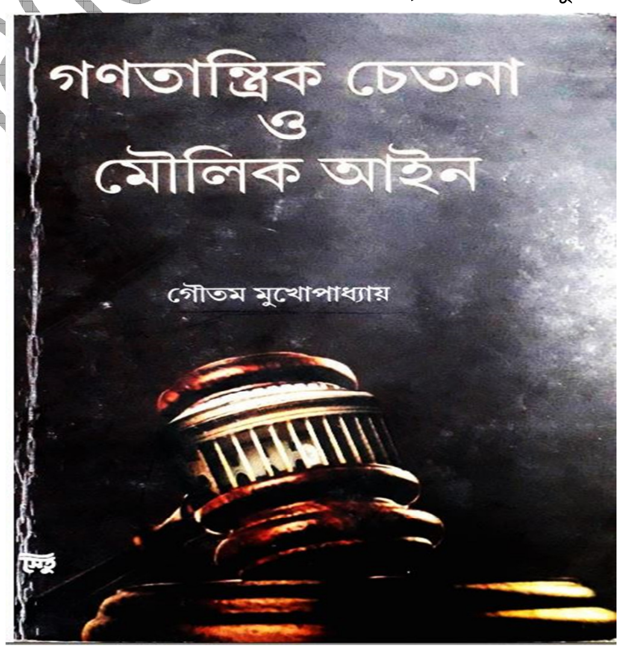

কাছেও বইটির গ্রহণযোগ্যতা থাকবে -কারণ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় গুলি প্রত্যেকের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আইনের এই প্রাথমিক ধারনা গুলো না জানা থাকার কারণে আমাদের সকলকে ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময় হয়রানি হতে হয়।

বর্ষা বিশ্বাস ও মৌমিতা বিশ্বাস, চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ,করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

Karimpur Pannadevi College

পুস্তক পর্যালোচনাঃ (২)

Human Rights, Gender and The Environment.

Edited by Manisha Priyam, Krishna Menon and Madhulika Banerjee. Publisher- Pearson India Education Services, 2009.ISBN 978-81-317-1325-9.

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় গুলির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিষয় বা ইস্যু যেমন, মানবাধিকার, জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণের ও সচেতনতা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। সাধারণত মৌখিকভাবে বিষয়গুলি উচ্চারণ করলেও, এগুলি সম্পর্কে গভীর ধারণা, এদের আন্তঃসম্পর্ক এবং ভারতীয় প্রশাসন, সংবিধান এবং রাজনীতিতে এগুলি প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি- এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা জরুরী। পাশাপাশি নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার বিষয়ক ধারণা, মানবাধিকারের বিভিন্ন রূপ, পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্ক, ভারতের পরিবেশ আন্দোলন, মানবাধিকারের সঙ্গে পরিবেশ আন্দোলনের সম্পর্ক - এ বিষয়গুলি আজকের সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় অত্যন্ত জরুরি হযে পড়েছে। রাজনীতির সঙ্গে এগুলির মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনীষা প্রিয়ম , কৃষ্ণ মেনন ও মধুলিকা ব্যানার্জি সম্পাদিত "হিউম্যান রাইটস জেন্ডার অ্যান্ড দ্য এনভারমেন্ট"(Human Rights, Gender and the Environment) গ্রন্থটি এই সমস্ত ইস্যুগুলি সরল ও সাবলীলভাবে আলোচনা করেছে। বইটি মূলত তিনটি বিভাগে বিভক্ত:

প্রথমত, মানবাধিকার বিভাগে সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া জনগণের অধিকার, আন্দোলন, আইন আলোচিত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় বিভাগ যেখানে জেন্ডার বা লিঙ্গ বিষয়ক ভারতীয় ধারণা, বর্তমানে এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন এবং মহিলাদের উন্নয়নের নির্ধারক গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সবশেষে এনভারমেন্ট বা পরিবেশ বিভাগে ভারতের পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি নীতি , পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ ও উন্নয়েনের সম্পর্ক বিষয়গুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বর্তমান ইউজিসি নির্দেশিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স ও জেনারেল ইলেকটিভ পাঠ্যসূচিতে 'মানবাধিকার পরিবেশ ও লিঙ্গাবিষয়ক ' অংশটি রাখা হয়েছে - তার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকটি বিশেষ সাহায্যকারী বলা যেতে পারে। বইটি বাংলায় না হলেও সহজ ইংরেজি ভাষায় লিখিত এবং প্রত্যেকটি বিষয় বিষয় নিষ্ঠা ও সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির

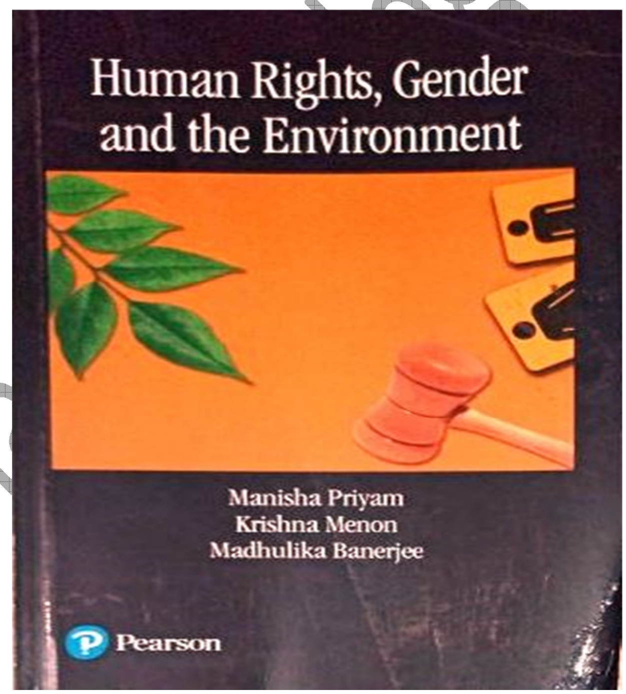

প্রেক্ষিতে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের তো বটেই, সাধারণ যেকোনো সমাজ সচেতন মানুষ যদি এই ইস্যু গুলি সম্পর্কে আগ্রহী হয় তাহলে অবশ্যই পুস্তকটি নিজের সংগ্রহে রাখতে পারেন।

সুপ্রিয়া মন্ডল ও সৌম্য দীপ কর্মকার, চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

ক্যুইজের উত্তর

■ **Answer :-**

[1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-B, 10-C, 11-A, 12-D, 13-A, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B, 20-C]